তারিখ ... 19 OCT 2002
পৃষ্ঠা - ৪ - কলাম - ৩

যুগান্তর

উচ্চ মাধ্যমিক বাণিজ্যিক ভূগোল বইয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অনুমোদিত ও বিভিন্ন লেখকের বাণিজ্যিক ভূগোল বইয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য রয়েছে। বোর্ডের অনুমোদিত উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বাণিজ্যিক ভূগোল বইয়ে লেখক প্রফেসর এতিমুর রহমান ৭৯ ও ৯৮ পৃষ্ঠায় পরিসংখ্যানের চার্টে অস্ট্রেলিয়াকে মহাদেশ হিসেবে এবং ৯৯, ১১৪, ১১৬, ১২৫ ও ১২৯ পৃষ্ঠায় অস্ট্রেলিয়াকে দেশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী তাঁর বইয়ের ৯২ ও ৯৮ পৃষ্ঠায় অস্ট্রেলিয়াকে মহাদেশ হিসেবে এবং ১৪৯, ১৫২, ১৬৪, ১৬৮, ১৭৫ ইত্যাদি পৃষ্ঠায় অস্ট্রেলিয়াকে দেশ হিসেবে এবং ১০২, ১০৩, ১৩৯, ১৪৭ এবং ১৬৩ পৃষ্ঠায় ওসেনিয়াকে মহাদেশ হিসেবে লিখেছেন। ড. দু'জনের লেখা থেকে বোঝা যায়, অস্ট্রেলিয়া এবং ওসেনিয়া উভয়ই মহাদেশ। অর্থাৎ মহাদেশ ৭টি নয় ৮টি। এটি একটি মারাত্মক ভুল। আবার প্রফেসর মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী এবং মনিউর রহমানের বাণিজ্যিক ভূগোল বই দুটিতে দেখা যায়, কেবল ওসেনিয়াই মহাদেশ এবং অস্ট্রেলিয়া একটি দেশ। বোর্ড অনুমোদিত অধ্যাপক মোঃ বশির উদ্দিন সরদারের অন্য একটি বাণিজ্যিক ভূগোল বইয়ের ৪৮ পৃষ্ঠার চার্টে দেখা যায় অস্ট্রেলিয়া ও ওসেনিয়া উভয়ই মহাদেশ এবং ৫৬ পৃষ্ঠার চার্টে দেখা যায়, কেবল ওসেনিয়াই মহাদেশ এবং ৫৭ পৃষ্ঠায় অস্ট্রেলিয়াকে দেশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবার বোর্ডের অনুমোদিত স্কুল পর্যায়ের মানচিত্রগুলোতে দেখা যায় অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ এবং বিদেশী ভূচিত্রাবলীগুলোতে দেখা যায় ওসেনিয়া একটি মহাদেশ এবং অস্ট্রেলিয়া একটি দেশ। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অনুমোদিত বইয়ে এরূপ বিভ্রান্তিকর তথ্য কোনমতেই থাকতে পারে না। এ ব্যাপারে এর আগেও পত্রপত্রিকায় বহু চিঠিপত্র লেখা হলেও বোর্ড কর্তৃপক্ষ বইগুলো সংশোধনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এমতাবস্থায় বইগুলো দ্রুত সংশোধন করে সঠিক তথ্যসহ বাজারজাত করার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের কাছে বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

এবিএম সেলিম চৌধুরী, ১৭০, পূর্ব রায়েরবাজার, ধানমন্ডি সড়ক, ঢাকা